# রবিউস সানী মাসের করণীয় বর্জনীয়

রবিউস সানী মাসে বিশেষ কোন আমল না থাকলেও আমাদের দেশের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ ধর্মভীরু লোকেরা নিজের ইলমের অভাব এবং হক্কানী আলেমদের সাথে সম্পর্ক না থাকার দুরুন এমন কিছু কাজ করে যা তাদের নজরে আমল মনে হলেও আসলে তা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। অথচ আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ হবে (যদিও তা প্রথম অবস্থায় না হোক), কিন্তু সহীহ ঈমান ব্যতীত হাজারো আমল একেবারেই মূল্যহীন। যথার্থ ঈমান ব্যতীত শুধু আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার কোন সুরত নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে চরম ফিতনার যুগে অনেক মানুষ সকালে মু'মিন থাকলেও বিকালে ঈমানহারা হচ্ছে, আবার কেউ বিকালে মু'মিন থাকলেও সকালে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু মানুষের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা সমাজে নেই। অথচ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দরুন এতদসম্পর্কিত অধিক সংখ্যক কিতাবপত্র রচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকা ছিল একান্ত জরুরী। তাই এই মাসে যে কাজের দ্বারা মানুষ তার ঈমানের ক্ষতি করছে তা উল্লেখ করে যথার্থ আমলের সুরত যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সুন্নত তরীকায় পুরো যিন্দেগী চলার তৌফিক দান করেন, আমীন।

**ফাতিহা ইয়াযদাহম**

ফাতিহা বলতে বোঝানো হয়, কোন মৃতের জন্য দু'আ করা, ঈসালে সওয়াব করা। ইয়াযদাহম ফার্সি শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মুতাবিক ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ রবিউস সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রবিউস সানীর ১১ তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতিহাখানী করা হয় তাকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াযদহম।

ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও উরস করা শরী'আত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে তিনি অনেক উঁচু দরের অলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাই এই নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যে কোন দিন তাঁর জন্য দু'আ করলে এবং জায়িয তরীকায় তাঁর জন্য ঈসালে সওয়াব করলে তাঁর রূহানী ফয়েজ ও বরকত লাভের ওসীলা হবে এবং তা সওয়াবের কাজ হবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এর বিবরণ দেয়া হলোঃ

**কবর যিয়ারত**

হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের নির্দেশ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্তানের জন্য প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সম্ভব হলে এটা করা উচিত। প্রতি শুক্রবার সম্ভব না হলে যখনই সুযোগ হয়, তখনই পিতা-মাতা ও অন্য মুরুব্বিদের কবর যিয়ারত করবে। এতে আখেরাতের কথা স্মরণ হয় এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সহজ হয়। কবরে মাইয়্যিতকে দাফন করার পরও কবর যিয়ারত করা যায় এবং একাকী বা সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা যায়। কবর যিয়ারতের নিয়ম এই যে, সম্ভব হলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে কবরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে পূর্বমুখী হয়ে অর্থাৎ মুর্দার চেহারামুখী হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে কবরবাসীদের সালাম করবে। এরপর সম্ভব হলে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে বা কমপক্ষে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং দরূদ শরীফ এগার বার পড়ে মুর্দার জন্য সাওয়াব রেসানী করবে। যদি ঐ অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলবে না। আর যদি কিবলামুখী হয়ে দু'আ করে তাহলে হাত তুলতে পারে। এরপর আদবের সাথে কবরস্থান থেকে চলে আসবে এবং কবরবাসীদের থেকে নসীহত হাসিল করবে।

**কবর পাকা করা**

কবরকে পাকা করা বা কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও গুনাহের কাজ। সুতরাং কঠোরভাবে এর থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে গোরস্থানের চতুঃপার্শ্বে দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া যায় বা কবরের চার পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কবরকে হেফাজত করা যায় এবং হেফাজত করা কর্তব্যও। যাতে গরু-ছাগল কবরের উপর চলাচল করে বা পেশাব-পায়খানা করে কবরের বেহুরমতী করতে না পারে।

**ঈসালে সাওয়াবের তরীকা**

মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাওয়াব রেসানী করা তাদের হক এবং এটা জীবিতদের কর্তব্য। জীবিতগণ মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ব্যাপারে যতটুকু করবে, তারা মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয়দের থেকে সেরূপ আচরণ পাবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দরবারে কিভাবে দু'আ করতে হবে, তার শব্দগুলোও শিখিয়েছেন এবং দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন; আর তা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন। সুতরাং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানী করা খুবই দরকার। হাদীস শরীফে এসেছে, 'মানুষকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন তার অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে যায়। নদীতে বা সাগরে যদি জাহাজ তলিয়ে যায়, তখন মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে হাত মারতে থাকে এই ধারণায় যে, হাতে কোন কিছু আসে কি-না। যে আঁকড়ে ধরে সে জানে বাঁচাতে পারে। মুর্দারও সেই অবস্থাই হয় এবং সে জিবিতদের সাওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। তখন তার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যদি কিছু সাওয়াব রেসানী করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদের খেদমতে জীবিতদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে দেন'। (বাইহাকী, শুআবুল ঈমান হা নং- ৭৫২৭)

এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অনেকে না জানার কারণে সাওয়াব রেসানী অস্বীকার করে থাকে। এটা ভুল বরং সাওয়াব রেসানী সহীহ ও সুন্নত।

তবে সাওয়াব রেসানীর পদ্ধতি শরী'আত সম্মত হওয়া উচিত। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে সাওয়াব রেসানী বাতিল বলে গণ্য হয় এবং মুর্দার কোন ফায়দা হয় না। এজন্য উচিত-মুর্দার নিজস্ব বা আপন লোকজন বন্ধু-বান্ধবগণ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্ণ কুরআন শরীফ বা এর অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করে বখশে দিবে। বখশে দেয়ার জন্য আলাদা কোন মৌলবী সাহেবকে ডেকে আনা বা বলা জরুরী নয়; বরং প্রত্যেকে যদি তিলাওয়াতের আগে বা পরে নিয়ত করে নেয় যে, আমি যে তিলাওয়াত করছি হে আল্লাহ! এর সাওয়াব অমুক পাবে, তাহলে তিলাওয়াতের সাথে সাথে সেই মুর্দা বা যিন্দা যার নিয়ত করা হবে, তার আমলনামায় সাওয়াব পৌঁছে যাবে। নতুন করে সাওয়াব পৌঁছানোর দরকার নেই। বরং আত্মীয়-স্বজন কুরআন তিলাওয়াত করে ও সত্তর হাজার বার কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়ে সাওয়াব রেসানী করবে। তাছাড়া নিজেদের পয়সা থেকে সাওয়াব পৌঁছানো নিয়তে কিছু দান-খয়রাত করবে। যে কোন দিন সহজে সম্ভব হয় গরীব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াবে এবং সারা বছর বরং সারা জীবন, যখন যেভাবে ও যতটুকু সম্ভব হয়, সাওয়াব রেসানী করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাদের জন্য দু'আ করবে। এটাই সহীহ পদ্ধতি।

**সাওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতিসমূহ**

সাওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার যে প্রথা চালু হয়েছে, শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী এসব ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। মূর্খতার দরুন এসব বিদ'আত ও বদ রসম মুসলমানগণ ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছেন, অথচ এগুলো মারাত্মক গুনাহ। অনেকের এ ধরনের গুনাহ থেকে তওবা নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। সারা বছর বাপ-মায়ের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে থাকবে। একদিন যদি একটু বেশী করতে মনে চায় তা করবে, কিন্তু সেটা ঠিক মৃত্যুর তারিখে করবে না। অন্য যে কোন দিন করবে এবং জরুরী মনে করবে না।

সাওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে ত্রিশা, চল্লিশা বা মৃত্যুর তিন দিন পর, নয় দিন পর অনুষ্ঠান করে, কুলখানী করে, মিলাদ পড়ায়, খানা খাওয়ায়। এটা ভুল ও হিন্দুয়ানী তরীকা। মুর্দাকে কবরে রাখার পরবর্তী মুহূর্ত হতেই সে সন্তানাদি বা আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সাওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। আর আত্মীয়দের পক্ষ চায় ত্রিশ দিন বা চল্লিশা দিন পর তা পাঠাতে। কত বড় নির্বুদ্ধিতা! কারো পিতা যদি জেলে চলে যায় তকে কোন আহমক ছেলে আছে কি, যে চল্লিশা দিন পরে পিতাকে জেল থেকে বের করার তদবীর শুরু করে? সুতরাং ত্রিশা-চল্লিশা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। অনেকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে সাওয়াব রেসানী করে অথবা এমনিতেই হাদিয়া বলে তিলাওয়াতকারীদের কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে। তাদের এ কাজ হারাম ও নাজায়িয। এতে তারাও গুনাহগার হয়, পড়নেওয়ালাও গুনাহগার হয় এবং হারাম পয়সা গ্রহণ করে। আর মুর্দার আমলনামায় কিছুই পৌঁছে না। কারণ, এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান হল প্রথমে পড়নেওয়ালা সাওয়াব পায়, তারপর তিনি যার জন্য বখশে দেন, সে ব্যক্তি পায়। আর পড়নেওয়ালা যদি বিনিময় গ্রহণের আশায় পড়ে বা বিনিময় করে, তাহলে গলদ নিয়তের কারণে সে নিজেই কোন সাওয়াব পেল না তাহলে মুর্দাকে কী বখশে দিল? তার কাছে তো কোন সাওয়াবই নেই। সুতরাং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং ধোঁকা ও প্রতারণায় শামিল। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে, মুর্দা বাপ-মায়ের আমলনামায় কিছুই পৌঁছেনি। তখন বুঝে শুনে এভাবে যারা হারাম পয়সা গ্রহণ করেছে, তাদের চরম বেইজ্জতী হবে। সুতরাং নিজেরাই যতটুকু পারে, পড়ে দিবে। তিন বার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়। এটা পড়ে দিবে বা এমন আলেম দ্বারা পড়াবে-যারা সাওয়াব রেসানীর বিনিময় গ্রহণ করবেন না। এর জন্য উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে, আলেম-উলামাদের সঙ্গে তা'আল্লুক কায়েম করবে এবং সর্বদা যাতায়াত ও সুসম্পর্ক রাখবে। তাহলে তার বা তার আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সেই আলেমগণের দু'আ তিলাওয়াত অবশ্যই পাবে ইনশাআল্লাহ। খবরদার! অনর্থক রসম পালন করবে না। কারণ, তাতে কোন ফায়দা তো নেই-ই; বরং হারাম পন্থায় পয়সা দেয়ার কারণে গুনাহগারও হতে হয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি দুনিয়াবি উদ্দেশ্য কুরআন শরীফ পড়ায়, যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য, রোগ-ব্যাধি ভাল হওয়ার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া ও নেয়া উভয়টা জায়েয, এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে সাওয়াব রেসানীর খতমের বিনিময়কে জায়েয বলা, হারাম বিষয়কে হালালে পরিণত করার হারাম অপচেষ্টা ও মহাপাপ।

সাওয়াব রেসানীর আরেকটি তরীকা হচ্ছে-মিসকীনদের খানা খাওয়ানো। অনেকে মাইয়্যিতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খানা খাওয়ায়। এক্ষেত্রে সকল ওয়ারিশ যদি বালেগ হয় এবং সকলের পরামর্শে বা অনুমতিতে যদি তা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিশও যদি নাবালেগ বা পাগল থাকে, তাহলে এরূপ করা নাজয়েয হবে এবং এই খানা খাওয়াও নাজায়েয হবে। এর দ্বারা এতীমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে যদিও ঐ নাবালেগ অনুমতি দেয়। কেননা শরী'আতে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উত্তম পদ্ধতি হলো-বালেগ-ওয়ারিশগণ নিজস্ব সম্পদ থেকে তাওফীক অনুযায়ী খাওয়াবেন।

**সাওয়াব রেসানীর প্রচলিত আরেকটি বদ রসম**

মাইকে শবীনা বা খতম পড়ানো সাওয়াব রেসানীর আরেকটি বদ রসম। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর মধ্যে অনেকগুলো হারাম কাজ পাওয়া যায়। যেমন, রিয়াকারী বা লোক দেখানো ও সুনাম ছড়ানো উদ্দেশ্য না হলে মাইকে পড়ার দরকার কি? আল্লাহ তো আর বধির নন। তাছাড়া

গ্রামবাসীও তো তার নিকট মাইকে কুরআন শুনানোর দরখাস্ত করেনি। তাহলে নাম কামানো ছাড়া আর কি ফায়দা থাকতে পারে? এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা সারা রাত মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে মহা সমস্যায় ফেলা হয়। আশে পাশের লোকজন অস্থির হয়ে যায়। অথচ শরী'আতে কাউকে সমস্যায় ফেলার ইজাযত নেই। তেমনি ভাবে এর দ্বারা রাত্রে যারা যিকির-আযকার ও তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের ইবাদত-বন্দেগী নষ্ট করা হয়। এভাবে অনেকগুলো হারামের সমষ্টির নাম হচ্ছে প্রচলিত শবীনা। তারপর যদি অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তো গুনাহের মাত্রা কয়েক গুণ বেশী হয়ে যায়। এরপর এসব হারাম ও গুনাহের সমষ্টিকে সাওয়াব মনে করা আরেকটি হারাম এবং ঈমানের জন্য তা মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। আর এতসব হারামকে সাওয়াব মনে করে বাপ-মায়ের রূহে বখশে দেয়া যে কত বড় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব রসম বন্ধ করা একান্ত জরুরী। তবে অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, কোথাও জায়েয পন্থায় সহীহ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী হয় এবং পড়নেওয়ালার আওয়াজ তাদের সকলের নিকট পৌঁছতে মাইকের প্রয়োজন হয় এবং এমন সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা হয় যার আওয়াজ উক্ত মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে, আর তাতে লোকদের অসুবিধা না হয়, তাহলে এ ধরণের ব্যবস্থা করতে কোন অসুবিধা নেই।

**সাওয়াব রেসানীর আরেকটি গলদ প্রথা**

প্রচলিত পদ্ধতিতে মিলাদ পড়ানো আরেকটি গলদ প্রথা। যার মধ্যে সূরা-কিরা'আত তেমন কিছু পড়া হয় না, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নতেরও কোন আলোচনা হয় না, বরং (ক) কিছু আরবী-ফার্সী বাংলা কবিতা গাওয়া হয়। (খ) তাওয়াল্লুদ-এর নামে এক উদ্ভট জিনিস পড়া হয়, যার প্রমাণ শরী'আতে নেই। (গ) এরপর দরূদের নামে 'ইয়ানবী সালামু আলাইকা' ইত্যাদি পড়া হয়, অথচ এটা কোন দরূদ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য বহু দরূদ রেখে গেছেন যা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে এ ধরনের কোন দরূদ নেই। যেভাবে পড়া হয় এবং যা পড়া হয়, এর শব্দগুলোও সহীহ নয়। আর এগুলো আরবী ব্যাকরণেরও পরিপন্থী এবং এর অর্থও সহীহ নয়। এগুলোও ব্যাখ্যা কোন মুহাক্বিক আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উল্লেখিত তিনটি গলদের সমষ্টির নাম হচ্ছে মিলাদ বা মৌলূদ শরীফ। এতে সাওয়াব হওয়ার মত কিছুই নেই। এরপরও সেটাকে মহা সাওয়াবের কাজ মনে করে বখশে দেয়া হচ্ছে। উম্মত দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে মূর্খতার চরম সীমায় পৌঁছার কারণেই এ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে।

তবে কেউ যদি সহীহভাবে মীলাদ বা দু'আ করতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি হল-কুরআনে কারীম থেকে সূরা ইখলাস বা সূরা ইয়াসীন বা অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত (যা তাঁর দুনিয়ার আগমনের এবং মিলাদের প্রধান উদ্দেশ্য তার) থেকে কিছু বর্ণনা করবে এবং সহীহ হাদীসে যে সব দরূদ বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে যেটা সহজ মনে করা হয় প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবে এগার বার বা কমবেশী পড়ে নিবে। এরপর উপস্থিত লোকেরা মিলে দু'আ করে নিবে। এরূপ মিলাদ যদি সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্য পড়ানো হয়, তাহলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আর যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য পড়ানো হয়, তাহলে বিনিময় গ্রহণ ও লেন-দেন করতে অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য, সাওয়াব রেসানীর লক্ষ্যে এলান করা, লোকজন একত্র হওয়া, শোকসভা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। মৃত্যু সংবাদ জানার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকে নিজের স্থানে থেকে যতটুকু সম্ভব কুরআন তেলাওয়াত করে বা তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে সাওয়াব রেসানী করে দিবে। এটাই সহীহ তরীকা।

তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, কোথাও জায়েয কোন উদ্দেশ্য লোকজন জমা হয়েছে, যেমন: ওয়াজ মাহফিলে বা মাদ্রাসার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক এমনিতেই উপস্থিত থাকেন। তারা কোন সময় বা নামাযের পর মুর্দার জন্য দু'আ করে দিলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহীহ আমল সহীহভাবে করার তৌফিক দান করেন।